The Faculty Journal of Arts, University of Rajshahi
Volume 38, December 2024, ISSN 1813-0402

‘উমার ইবন আবী রাবী‘আহ-এর কবিতায় প্রেমগাথা

[Love narratives in the poetry of 'Umar Ibn Abi Rabi'ah]

Dr. Muha. Belal Hossain
Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

Dr. Chalekujjaman Khan
Associate Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
University of Rajshahi
Volume-38, December-2024
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI: 10.64487

Received : 30 July 2024
Received in revised: 26 February 2025
Accepted: 07 January 2025
Published: 10 August 2025

Keywords:

Acquaintance with the Poet, Diversity in Mutran's poetry, Romanticism in Mutran's poetry, Different purposes in Mutran's poetry.

ABSTRACT

'Umar Ibn Abi Rabi'ah was a famous ghazal composer of the Umayyad period. He was born in the tribe of Banu Makhzum, a branch of Quraysh. Being the son of a noble and opulent family, the poet's childhood was spent in adolescent luxury and playfulness, and the poet entered adulthood with a reckless and dashing nature. The handsome poet 'Umar was very weak and in love with women. He never hesitated to propose to a beautiful woman when he saw her. Even the beautiful women who used to come as Hajj pilgrims from Madinah, Iraq and Syria attracted his attention. He used to tease them while performing Tawaf and other rituals of Hajj and offered love through poetry. The poet-priest of beauty, 'Umar Ibn Abi Rari'ah has sung the praises of the beauty of beautiful women in his large poems. He never indulged in obscenity even though he gave obscene descriptions of women. He enjoyed the physical and natural beauty of women from afar and described it in his poetry. He focused his poetry on the description of the womenfolk, their mutual conversation and association, and has expressed these subjects in a very charming language and creative style. These remarkable love narratives composed in his poetry are discussed in the following.

ভূমিকা

উমাইয়া যুগের যে কয়জন কীর্তিমান পুরুষ কাব্যপ্রতিভা ও শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করে গযল কাব্যের জনপ্রিয় কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন ‘উমার ইবন আবী রাবী‘আহ তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি কুরায়শের শাখাগোত্র বানূ মাখযূম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। বংশীয় ও ঐশ্বর্যশীল পরিবারের সন্তান হওয়ায় কবির শৈশব কৈশোর বিলাসিতা ও খেলতামাশায় অতিবাহিত হয় এবং বেপরোয়া ও দুরন্ত স্বভাব নিয়ে কবি যৌবনে পদার্পন করেন। সুদর্শন কবি ‘উমার নারীর প্রতি দুর্বল ও প্রেমাসক্ত ছিলেন প্রচণ্ডরূপে। কোনো রূপসী নারী নজরে পড়তেই তাকে প্রেম নিবেদন করতে কালবিলম্ব করতেন না। এমনকি মদীনা, ইরাক ও সিরিয়া হতে আগত হজ্জব্রত পালনকারী সুন্দরী রমণীদের পেছনে ঘুর ঘুর করতেন। তাওয়াফসহ হজ্জের অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি পালনের সময় তিনি তাদেরকে উত্যক্ত করতেন এবং কবিতার মাধ্যমে প্রেম নিবেদন করতেন। সুন্দরের পূজারী কবি ‘উমার ইবন আবী রারী‘আহ তাঁর বৃহৎ কাব্যাংশ জুড়ে সুন্দরী রমনীর রূপলাবন্যেরই জয়গান গেয়ে গেছেন। তিনি নারীর অশ্লীল বর্ণনা দিলেও কখনো অশ্লীলতায় লিপ্ত হননি। তিনি নারীর দৈহিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দূর থেকে উপভোগ করতেন এবং তা কবিতায় বর্ণনা করতেন। তিনি কবিতাকে কেবল নারী জাতির বিবরণ, তাদের পারস্পারিক কথোপকথন ও মেলামেশার বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং এসব বিষয় অত্যন্ত কমনীয় ভাষা ও সৃষ্টিশীল শৈলীতে অসাধারণ ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন। নিম্নে তাঁর কবিতায় যে অসাধারণ প্রেমগাথা রচিত হয়েছে তা আলোচ্য প্রবন্ধে চিত্রিত হয়েছে।

নাম ও বংশ পরিচয়

কবির প্রকৃত নাম ‘উমার। কুনিয়াত আবুল খাত্তাব ও ‘উমার ইবন আবী রাবী‘আহ। তবে তিনি সাহিত্য জগতে ‘উমার ইবন আবী রাবী‘আহ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।[১] তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর শাহাদাতের রাতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবত সে কারণেই তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা তাঁর নাম রাখেন ‘উমার ও ডাক নাম রাখেন আবুল খাত্তাব ও আবু হাফস।[২] পিতার নাম ‘আব্দুল্লাহ ইবন আবী রাবী‘আহ, দাদার নাম আবূ রাবী‘আহ হুযায়ফা। তৎকালীন আরবে ছেলের নামের সাথে বাবার নাম সংযুক্ত থাকতো। কিন্তু কবি ‘উমারের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। কবির

দাদার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি থাকার কারণে পিতার পরিবর্তে দাদার নামের সাথেই কবির নাম সংযুক্ত করা হয়েছে।[৩] কবির দাদা কুরায়শ গোত্রের একজন বীর যোদ্ধা ও খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন। যিনি যুদ্ধাবস্থায় দুটি বর্শা নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতেন; এজন্য অনেকেই তাঁকে 'যুর রুমহায়ন' (দুই বর্শাধারী) উপনামে ডাকতেন।[৪] কবি 'উমারের বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ- 'উমার ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার ইবন আবী রাবী'আহ হুযায়ফা ইবন আল-মুগীরা ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার ইবন মাখযূম ইবন য়াকযা ইবন মুররা ইবন কা'ব ইবন লুয়াই ইবন গালিব ইবন ফিহ্‌র।[৫]

তাঁর মাতা ছিলেন হিময়ারী বংশের অসাধারণ সুন্দরী কন্যা মাজদা। যিনি খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন।[৬] 'আব্দুল্লাহ তাঁকে ইয়ামানের এক রণক্ষেত্র হতে আটক করে আনেন এবং বিয়ে করেন।[৭] আবার কারো মতে, কবির পিতা 'আব্দুল্লাহ হাজরামাউত[৮] অথবা হিমইয়ারের রণক্ষেত্র থেকে আটক করে এনে বিয়ে করেন।[৯] কবি 'উমার বানূ মাখযূম গোত্রের সন্তান ছিলেন। এ গোত্র তৎকালীন আরবে আত্ম-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বিত্তশালী, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অত্যন্ত সফল ছিলেন। কবির পিতা 'আব্দুল্লাহ ছিলেন রাসূল (সা.) এর ঘনিষ্ট সাহাবী। রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় ও পরবর্তীতে আবূ বাকর, 'উমার ও 'উছমান (রা.) এর খিলাফতকালীন সময় ইয়ামানের 'জানাদ' প্রদেশের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন।[১০] তিনি দক্ষিণ আরবের ঔষধপত্র আমদানীর ব্যবসা করে প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক হন। এছাড়া ইয়ামানে তাঁর একটি বস্ত্র নির্মাণ কারখানাও ছিল। ফলে কবি দাদার দিক থেকে খ্যাতি ও বংশীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি পিতার দিক থেকে অঢেল ধন-সম্পত্তি এবং ও মাতার দিক থেকে অনুপম সৌন্দর্য লাভ করেন।

জন্ম ও শৈশবকাল

গযল সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা কবি 'উমার ইবন আবী রাবী'আহ বানূ কুরায়শের শাখা বানূ মাখযূম গোত্রের ধনাঢ্য পরিবারে ২৩ হিজরী মোতাবেক ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১১] শাওকী দায়ফ বলেন, 'উমারের পিতা 'আব্দুল্লাহ ইবন রাবী'আহ হিজরতের পর মক্কায় আগমন করেন। সেখানেই 'উমার জন্মগ্রহণ করেন এবং বেড়ে উঠেন। যেমন কবি 'উমার নিজেই বলেন,

وَأَنا اِمْرُؤٌ بِقَرارِ مَكَّةَ مَسَكِنِي * وَلَهَا هَوايَ فَقَدْ سَبَت قَلبِي[১২]

[আমি একজন সুখী যুবক, যার বাসভূমি মক্কা। যার জন্য সমর্পিত আমার মন প্রাণ, আর সেও জয় করে নিয়েছে আমার অন্তর।]

কবি 'উমার ইবন আবী রাবী'আহর জন্ম রাতেই ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। ঐতিহাসিক আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেন-

فكان الناس يقولون بعد ذلك * أيّ حَقٌ رُفِعَ، وأيّ بَاطِلٍ وُضِعَ[১৩]

[তখন লোকেরা বলতেছিল, এ কোন সত্য উঠিয়ে নেয়া হলো এবং কোন ভ্রষ্টতা প্রতিস্থাপিত হলো।]

তিনি মক্কার প্রভাবশালী কুরায়শ গোত্রের মাখযূমী পরিবারের একজন সদস্য ছিলেন। যে গোত্রের সদস্য ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই। তবে তিনি শৈশবকাল মদিনায় অতিবাহিত করেন। তিনি ছিলেন সুন্দরের আধার এবং সুখী পরিবারের মধুর আকর্ষণের মধ্যমনি। তিনি সর্বদা দাস-দাসী ও বন্ধু বান্ধবের সাথে খেলাধুলা, রঙ্গ তামাশা ও আমোদ প্রমোদের মধ্যে অতিবাহিত করেন।[১৪] বাল্যবয়সেই কবি কুরআন, হাদীছ, ফিক্‌হ ও সাহিত্য বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এ সময় পিতাকে হারিয়ে অভিভাবকহীন হয়ে পড়েন। মাতা তাকে পরম স্নেহে লালিত পালিত করেন। পারিবারিক ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যশীল পরিবারের সন্তান হওয়ায় স্বীয় গৃহে সুখ-স্বাচ্ছন্দেই তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। ভোগ বিলাসে অভ্যস্থ 'উমার ইবন আবী রাবী'আহ বাল্যকালের শেষাংশে সীমাহীন আমোদ-প্রমোদ, খেল-তামাশা ও অনৈতিকতায় জড়িয়ে পড়েন। তাছাড়া বংশীয় মর্যাদা ও আভিজাত্য তাকে আরো বেপরোয়া করে তোলে।[১৫] তবে 'আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়রের সাথে খলীফা ইয়াযিদের বিবাদের সময় তিনি মদীনা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। বেপরোয়া ও দুরন্ত স্বভাব নিয়েই কবি যৌবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

যৌবনের উম্মাদনা

কবির শৈশবকাল মদিনায় অতিবাহিত হলেও যৌবনের শুরু থেকে মক্কায় অবস্থান করেন। যৌবনের উম্মাদনা কবিকে উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী ও ভবঘুরে করে তুলতে সাহায্য করে। পিতৃহারা সন্তানের দায়িত্বভার মাতা কাঁধে তুলে নিলেও নিজের গণ্ডির মধ্যে বেশি দিন রাখতে পারেননি। ফলে তিনি পিতার শাসনমুক্ত পরিবেশে আরো স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেন। ধনী পরিবারের সন্তান হওয়ার সুবাদে বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাকে জীবিকা উপার্জনের তাগিদে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়নি। তিনি সবসময় চিত্ত বিনোদন ও নির্ভাবনায় দিন কাটিয়েছেন। তিনি মাখযূম গোত্রের যুবকদের মধ্যে সুদর্শন,

সর্বাপেক্ষা দীর্ঘদেহী, লাবণ্যমণ্ডিত, সদালাপি ও সৎকর্মী হওয়ার কারণে তরুণীদের আকর্ষণের মধ্যমণি ওয়ে উঠেন।[১৬]

কোনো রূপসী নারী চোখে পড়তেই তাঁর নিকট প্রেম নিবেদন করে বসতেন এবং তাঁর সৌন্দর্য বর্ণনা করে বিমোহিত করতেন। কিন্তু প্রেমকে বাস্তবে রূপায়িত করার তেমন কোনো আগ্রহ তাঁর ছিল না। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে আসা হজ্জব্রত পালনকারী রূপসী নারীদের সাথে মেলামেশা ও কথোপকথনের চেষ্টা করতেন এবং হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালনের সময় কবিতার মাধ্যমে প্রেম নিবেদন করতেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রায় সকল যুবতী নারী কোনো না কোনো সময় তাঁর যৌবনের উন্মাদনা মিটানোর জন্য কবিতার শিকারে পরিণত করেছেন।[১৭] তিনি নিজেকে সুন্দরী নারীদের কাছে আবেদনময় করে তোলার জন্য নানা সাজে-সজ্জিত হতেন এবং সুযোগ বুঝে প্রেম নিবেদন করতেন। কবি বলেন,

خُبِّرْتُ مَا قَالَتْ فِبِتُّ كَانَّمَا * يُرْمى الحَشَا بنَوَافِذِ النُّشَاب[১৮]

[তাঁর বক্তব্য যখন আমি অবগত হলাম (এবং জানতে পারলাম যে, সে আমাকে অনেক ভালোবাসে), তখন আমি রজনী কাটাই কিন্তু আঘাতকারী বর্শা যেন আমাকে বিদ্ধ করছে।]

'উমার ইবন আবী রাবী'আহ মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনেক যুবতী নারীকে নিয়ে এ সময় কবিতা রচনা শুরু করেন। যাদেরকে তিনি অধিক ভালোবাসতেন তাদের মধ্যে সুকায়না ছিল অন্যতম। হুসায়ন ইবন 'আলী (রা.) এর কন্যা সুকায়নাকে উদ্দেশ্যে করে তিনি এভাবে বলেন-

أسُكَيْنَ مَا ماءُ الفُدَاتِ وَطِيْبُهُ مِنَّا * على ظَلـــمَاءٍ وَهُبِ شرَاب

بأَلَذَّ مِنْكِ وإنْ نَأَيْـــــت وقَلَّما * تَرْعَى النِّسَاءُ أَمَانَةَ الغُيَّابِ[১৯]

[হে সুকায়না, আমার মতো তৃষ্ণার্ত, মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তির জন্য ফোরাতের সুরভিত মিষ্টি পানি তোমার অপেক্ষা সুস্বাদু নয়। তুমি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আমার ভালোবাসার আমানতের হিফাজত কদাচিৎই করবে।]

নারী সৌন্দর্যের প্রতি কবির অন্যরকম আকর্ষণ ছিল। তিনি নারীদের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাদেরকে شمس – ريم – جوزر ইত্যাদির সঙ্গে উপমা দিয়েছেন। সুন্দরের পুজারী হওয়ায় তাঁর কবিতায় স্বাভাবিকভাবে সে বিষয়গুলো উঠে এসেছে। তিনি মনে করতেন মানুষের মধ্যে নারীরাই সৌন্দর্যকে বিশেষভাবে ধারণ করে আছে। কবির প্রেম নিবেদনের ধরনটা ভিন্ন রকম থাকায় কোনো নারীকে এককভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। মনে হতো সুন্দরী নারী মানেই তার প্রেমিকা। প্রেমিকার উচ্ছলতাকে তিনি عفران – عطر – كافور ইত্যাদি সুগন্ধির সাথে তুলনা করেছেন। প্রেমের কবিরা কবিতা রচনা করেছেন যেখানে হৃদয়ের আকুতি ও চোখের ছলো ছলো অশ্রু মনের আবেগকে তাড়িত করে। কবির প্রেম সেখানে শুধুই আমোদ প্রমোদ ও ভোগ বিলাসের কাহিনী সম্বলিত। প্রেম নিবেদন কবিকে কোনো সময় যন্ত্রণা দেয়নি। তাছাড়া ভালোবাসার গভীর অনুভূতি প্রকাশে ব্যথিত হয়ে কোনো কবিতা রচনা করতে দেখা যায়নি। নারীদের সাথে চলেছেন, একান্তে সময় কাটিয়েছেন, অনুভূতি প্রকাশ করে গল্প করেছেন কিন্তু নিজেকে উজাড় করে দেননি।[২০] তিনি সুন্দরী নারীদেরকে কবিতার মাধ্যমে নিজের রূপের ব্যবহার দেখিয়ে আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালাতেন। নারীর কাছে আবেদনময় করে তোলার জন্য কবি নিজেকে নানা ভঙ্গে উপস্থাপন করতেন। তিনি দৈহিক সৌন্দর্য প্রকাশ করে প্রেমিকার কাছে নিজেকে চাঁদের সাথে তুলনা করেছেন। কবিতার ভাষায় তিনি এভাবে প্রকাশ করেন,

قَالَتِ الكُبرَى أَتعرِفْنَ الفتىَ؟ * قَالَتِ الوُسطَى نَعَمْ هذَا عُمَر

قَالَتِ الصُغْرَى وَقَدْ تَيَّـمْتُهَا * قَدْ عَرَفْنَاهُ وَهَلْ يَخْفَى القَمَر[২১]

[বড়ো মেয়েটি বলল, তোমরা কি যুবকটিকে চিনো? মেজো কন্যা বলল, হ্যাঁ, চিনি। সে তো 'উমার।

কনিষ্ঠ কন্যা বলল, আমি তার মোহে পড়েছি। আমরা সবাই তাকে জানি। চন্দ্র কি কখনো অদৃশ্য হয়?]

বৈবাহিক জীবন

কবির মাতা মাজদা পুত্রের মঙ্গল কামনায় সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। যৌবনের উন্মাদনায় বিভোর কবিকে সুপথে ফিরিয়ে আনার শতসাধ্য চেষ্টাও করেন। তিনি জানতে পারেন বানূ মাখযূম গোত্রের রূপসী কন্যা কুলছুম বিন্ত সা'আদকে কবি গভীরভাবে ভালোবাসে। কিন্তু কুলছুম কবির বেপরোয়া ও দুরন্ত স্বভাব, বিশ্বাসঘাতকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও প্রতারণার কারণে কবিকে হৃদয়ের গহীনে জায়গা দিতে অনীহা প্রকাশ করে। কবির মাতা কুলছুমকে পুত্রবধু হিসেবে পেতে সবধরণের চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। অবশেষে কবিকে বিয়ে করতে কুলছুম রাজী হন। এরপর তারা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এ সময় উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার করে কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর কাব্য রচনা ও সংসার চালনা স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে। কুলছুম বিন্ত

সা'আদ তাকে সুপণ্ডিত করে তুলতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। আরাম আয়েশ ও কাব্য রচনার প্রয়াস কবির সংসার সুখের আকরে পরিণত করে। কুলছুম বিন্ত সা'আদের গর্ভে দুটি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। তিনি প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হওয়ার পূর্বে তাঁর স্ত্রী ইন্তিকাল করেন। এরপর বানূ কুরায়শের অন্য এক সুন্দরী নারীকে বিবাহ করেন। পরবর্তীতে আরো একাধিক বিবাহ করেন।[২২]

ইন্তিকাল

জীবনের প্রান্তসীমায় এসে কবি নিজেকে বুঝতে সক্ষম হন। অশ্লীলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার করে নিজের কর্মের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে সরল পথে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। কবির অশ্লীল কবিতা রচনার কারণে তৎকালীন খলীফা 'উমার ইবন আব্দুল 'আযীয কবিকে লোহিত সাগরে অবস্থিত 'দাহলাক' নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে নির্বাসন দেন। গযল রচনা না করার অঙ্গীকার করে তিনি মুক্তি লাভ করেন। তখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন। এ সময় সকল ধরনের বেহায়াপনা ত্যাগ করে সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। তিনি বার্ধক্যের অনুভূতি কবিতায় প্রকাশ করেছেন এভাবে-

طَافَتْ بِنَا شَمْسٌ عِشَاءٌ وَمَنْ رَأَى * مِنَ النَّاسِ شَمْسًا بِا لْعِشَاءِ تَطوفُ

أَبو أُمِّهَا أَوْفَىْ قُرَيْشٍ بِـــــــذِمَّةٍ * وَأَعْـــمَامُهَا إِمَّا نَسَبْتَ ثَقِيفُ[২৩]

[একটি সূর্য সন্ধ্যার পর আমাদের প্রদক্ষিণ করছে। সন্ধ্যার পরের উদিত সূর্যকে লোকেরা প্রদক্ষিণতো করবেই। তাঁর নানা কুরায়শদের মধ্যে সবচাইতে অধিক ওয়াদা পালনকারী। তাঁর মামারা সম্ভ্রান্ত সাকীফ গোত্রতুল্য।]

পরবর্তীতে সেখান থেকে তিনি সমুদ্র পথে কোনো যুদ্ধে যাত্রা করলে প্রতিপক্ষের লোকজন জাহাজটিতে আগুন জ্বালিয়ে দেন। উক্ত জাহাজ থেকে বের হতে না পেরে সেখানেই কবির মৃত্যু হয়। যেটি ৯৩ হিজরি ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল।[২৪]

'উমার ইবন আবী রাবী'আহ-এর কাব্যে প্রেমগাথা

শৈশবকাল থেকে কবি 'উমার ইবন আবী রাবী'আহ-এর অসাধারণ মেধাশক্তি ও কাব্য প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত বলেন,

و كان سريا غنيا، فتلقب عمر فى أعطاف النعيم ورتع فى رياض الترف وخلا ذرعه من معالجة الأُمور ففرغ للشعر.[২৫]

[তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, প্রাচুর্যের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিলাসিতার মাঝে বেড়ে উঠেন। তিনি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন, তাই তিনি কবিতা লিখায় মনোনিবেশ করেন।]

পরিণত বয়সে কাব্য প্রতিভাগুণে গাযাল সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল হিসেবে আখ্যায়িত হন। তাঁর কবিতায় আলাদা স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রেমমূলক কবিতাকে তিনি এমন স্থানে নিয়ে এসেছেন যা শিল্পে পরিণত হয়েছে। নারীপ্রেম ও প্রেমগাথা রচনার মাধ্যমে তাঁর কাব্য প্রতিভার সূচনা এবং প্রেমগাথা রচনার মাধ্যমেই তাঁর কবিত্বে পূর্ণতা ঘটে। তাঁর কবিতায় অসাধারণ শব্দ চয়ন, উন্নত নির্মাণ রীতি, আলংকারিক কারুকার্য ও ব্যাঙ্গাত্মক ব্যঞ্জনার সৌন্দর্য বর্ণনায় স্থান পেয়েছে। কবিতার ভাষা ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল, সাবলীল ও সুমিষ্ট। তিনি তাঁর বক্তব্যকে অত্যন্ত খোলামেলাভাবে উপস্থাপন করতেন। কবি নারীরূপ দেখেই খুশি হতেন, কোনো রূপসীর সঙ্গে জড়িত হতে চাইতেন না। তিনি রমনীদের রূপ বর্ণনা করতেন কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নয়। যে কারণে তৎকালীন যুগের অন্য কবিরা 'উমার ইবন আবী রাবী'আহ-এর কবিতাকে দেখেছেন শিল্প হিসেবে।[২৬] কবি ফারাযদাক বর্ণনা করেছেন এভাবে-

هذا الذي كانت الشعراءُ تطلُبه فأخطأته وبكت الديارَ ووقع هذا عليه[২৭]

[এ তো যা কবিগণ তাদের প্রেয়সীর ব্যাপারে চেয়েছিলেন তাই; কিন্তু তাঁরা ভুল করেছেন এবং শুধুমাত্র প্রেয়সীর পরিত্যক্ত ভিটায় ক্রন্দন করেছেন। অবশেষে (এই অবস্থা পরিবর্তনে) তিনিই ('উমার ইবন আবী রাবী'আহ) পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব পালন করেন।]

'উমার ইবন আবী রাবী'আহ অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন কবি ছিলেন। তিনি নারীর সৌন্দর্য, আবেগ ও প্রণয়কে অত্যন্ত কমনীয় ভাষা ও সৃষ্টিশীল শৈলীতে অসাধারণ ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করেছেন। ফলে সকল শ্রেণির পাঠক তাঁর কবিতায় আকৃষ্ট হয়েছে। এজন্য অনেক ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন, প্রণয়গীতির এই শাখা তাকে দিয়েই পূর্ণতা লাভ করেছে। আবার অনেকে আরবী কাব্যসাহিত্যে প্রণয়গীতির অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর প্রণয়গীতির শুরুটা রূপসী কন্যাকে ঘিরে। চিকন কোমরবিশিষ্টা লাবন্যময়ী রূপসী কুমারীকে নিয়েই মনের যত আবেগ উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন কবিতায়। কবি তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন এভাবে-

عَجَّلَ اللهُ قَطَّـــهُنَّ، وَأَبْقَى * كُلَّ خَوْدٍ خَرِيْدَـــةٍ قَبَّاء[২৮]

إِنِّ اَمْرُؤُ مُوْلَعٌ بِاَلْحُسْنِ أَتْبَعُهُ * لاَ حظَّ لِي فيه إلاَّ لَذَّةُ النَّظَر[২৯]

[আল্লাহ তা‘আলা তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদকে যেন দ্রুত করেন, আর প্রত্যেক চিকন কোমর বিশিষ্টা অপূর্ব সুন্দরী লাবন্যময়ী যুবতীকে আল্লাহ যেন প্রলম্বিত করেন।

আমি রূপের পূজারি, সুন্দরের পিছনেই আমার ছুটে চলা; অপলক দৃষ্টিতে রূপোভোগ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য আমার লক্ষ্য নয়।]

‘উমার তাঁর কাব্য প্রতিভাকে নারীর বিভিন্ন চিত্র রূপায়নে ব্যবহার করেছেন। তিনি নারীদের বিভিন্ন রূপ বর্ণনা করতেন কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নয়। যেমন আরবী গজল সাহিত্যে প্রেমিক প্রেমিকার বিরহ, যন্ত্রণা ও বিচ্ছেদ বেদনায় সময় পার করতে দেখা গেছে কিন্তু ‘উমারের কবিতায় প্রেমিকাকে দেখা গেছে প্রেমিকের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। ফলে কবিতায় আমরা তাকে প্রণয়ী হিসেবে নয়, বরং দয়িতা হিসেবেই আবিষ্কার করি। প্রেমিক কর্তৃক প্রেমের দহন, ভালোবাসার যন্ত্রনা, হৃদয়ের আকুতি ও দু'চোখের জল তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা যায় না। এজন্য কবির প্রেমিকা আফসোস করে বলেন,

وَالْغَوانِي إِذَا رَأَيْنَكَ كَهْلاً * كَانَ فِيْهِنَّ عَنْ هَوَاكَ الْتِواءُ[৩০]

[অপরূপা সুন্দরী নারীরা যখন আমাকে অন্তীম বয়সী দেখবে তখন তোমার প্রেমে তাদের আনাগ্রহ দেখা যাবে।]

কবি ‘উমার ইবন রাবী‘আহ নারীদের দেহরূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর দাঁত, নয়নযুগল, গ্রীবাদেশ ও কোমল দেহের রূপলাবণ্যের বর্ণনা উপস্থাপন করেন। তিনি প্রেমিকার লাবণ্যতাকে وشى- حر- سوار ইত্যাদি কাপড়ের দ্বারা চমৎকৃত করেছেন। আবার কখনও তাদেরকে উচ্চবংশের দিকে সম্পর্কিত করে প্রশংসা করেছেন। তিনি প্রেমিকার সূক্ষ্ম কোমর, হৃষ্টপুষ্ট বাহু ও হাঁটুর বর্ণনা এত আকষর্ণীয় করেছেন যে কোন প্রেমিক তাতে বিমোহিত না হয়ে পারে না। কবি ছিলেন সুন্দরের পুজারী। বিধায় সুন্দরী রমনীদের দৈহিক বর্ণনা দান পূর্বক তাদের মঙ্গল কামনা করেছেন। লাবণ্যময়ী রূপসী রাজ-কন্যাদের অভিজাত এলাকায় বসবাস ও তাদের সৌন্দর্য প্রেমিকরা অবলিলায় উপভোগ করুক এটা তিনি কামনা করতেন। ‘উমার ইবন আবী রাবী‘আহ এভাবে বর্ণনা করেছেন সেই চিত্র-

وَبِنَفْسِى ذَواتُ خَلْقٍ عَميمٍ * هُنَّ أَهْلُ اَلْبَها وأَهْلُ الحَياءِ

قَاطِنَاتٌ دَوْرَ الْبَلاطِ كِرَامٌ * لَسْنَ مِمَّنْ يَزورُ فِيْ الظَّلْماءِ[৩১]

[আমার আত্মার শপথ! শারিরীক গঠনে পূর্ণতা প্রাপ্ত নারীরাই রূপ সৌন্দর্যের অধিকারী ও লজ্জাশীলা হয়। তারা নান্দনিক প্রাসাদের সদ্‌বংশজাত অধিবাসী; অন্ধকারে নিশিচারিণী নয়।]

প্রেমিকা তার প্রেমিককে বিভিন্নভাবে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে। কখনো চোখের ইশারায় কখনো বাচনভঙ্গিতে কখনো বা হাতের আঙ্গুলের দ্বারা। কবির প্রেমিকা কবিকে হাতের আঙ্গুলের ডগার দ্বারা আহ্বান করতো। কবি অত্যন্ত রসাত্মক বর্ণনার দ্বারা এগুলো কবিতায় তুলে ধরেছেন এবং প্রেমিকার বিভিন্ন অঙ্গের বর্ণনা দিতেন অথবা কেশ বিন্যাসের বর্ণনার মাধ্যমে প্রেমিকার মনোরঞ্জন করতেন। যেমন কবি বলেন,[৩২]

أَشَـــارَتْ إِلَـــيْنَا بِالــــبَنْانِ تَحِيَّةً * فَرَدَّ عَلَـــــيها مِثِلَ ذَاكَ بَنانُ

فَقَالَتْ وَأَهْلُ الخَيْفِ قَدْ حَانَ مِنْهُمُ * خُفُوْفٌ وَمَا يُبْدِيٍ المَقَالَ لِسَانُ

نَوىٍ غُرْبَة قَدْ كُنْـــتُ أَيْقَنْـــتُ أَنَّهَا * وَجَدكَ فِيْـــهَا عَنْ نَواكَ شَطانُ

[প্রিয়া আমাদের দিকে আঙ্গুলের ডগা দ্বারা ইঙ্গিত করে অভিনন্দন জানিয়েছে। অতঃপর তার দিকেও আঙ্গুল দ্বারা অভিবাদন জানিয়েছি।

অতঃপর সে বলেছে এবং আহলে খাইফও বলেছে। অবশ্যই তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। আর জিহ্বা কথা প্রকাশ করেনি।

তিনি প্রবাসের ইচ্ছা করেছেন। আর অবশ্যই তুমি বিশ্বাস করেছো। নিশ্চয়ই সেই নারী (প্রিয়া) লম্বা কেশওয়ালা। আর তোমার পিতৃপুরুষ এর শপথ; তথায় তোমার প্রবাস বিদ্যমান।]

কবি উমার প্রেমের কবিতা লিখেছেন, প্রেম নিবেদন করেছেন কিন্তু সত্যিকারের প্রেমিক ছিলেন না। কবির প্রেম নিবেদন নির্দিষ্ট কোনো রমণীর প্রতি ছিলনা। যখন যাকে ভালো লেগেছে তার প্রতি প্রেম নিবেদন করেছেন এবং তাঁর কাব্যের

মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রেম ছিল বসন্তের কোকিলের মতো। সময় পার হলে তাঁর প্রেমের ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়নি। কবি গাযাল রচনায় প্রেমিকার গুণাবলির সৌন্দর্য নিজের কল্পনা ও অনুভূতির মাধ্যমে বর্ণনা করতেন। কবি 'উমারের কবিতায় কিছু অশ্লীলতা দেখা গেলেও তা সীমা ছাড়ায়নি। যেমন কবি প্রেমিকা হিন্দার প্রতি আসক্ত হয়ে বলেন: [৩৩]

طَفْـــلَةٌ بَارِدَةُ الَقْيظِ إِذَا * مَعْمَعَانُ الصَيْفِ أَضحى يَتَّقِدْ

سُخْنَةُ المَشتى لِحَافٌ لِلفَتى * تَحْتَ لَيْـلٍ حينَ يَغْشَاهُ الصَرَدْ

[সে কোমল মসৃণ; এবং গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড খরতাপ যখন অগ্নিশিখা বের করে তখন সে (পুরুষের জন্য) সুশীতল। সে শীতকালীন উত্তাপ; রাত্রীকে যখন ঠাণ্ডা আচ্ছন্ন করে তখন সে তরুণের জন্য লেপ স্বরূপ।]

কবি উমার খাঁটি প্রেমিকের মতো স্বীয় হৃদয়ের কামনা-বাসনা ও বিরহ যাতনাগুলো কাব্যশিল্পে রূপায়িত করতে পারেননি। তিনি অসৎ কিংবা খুব লম্পট ছিলেন না। উমারের কবিতা কিছু অশ্লীল প্রণয়গাথা থাকলেও অনেক কবিতায় কবির নিষ্কলুষ প্রণয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন কবির প্রেমিকা সুকায়নার প্রতি অনেক পাগল ছিলেন। যার কারণে তিনি তার আবাস ভূমিও ছেড়ে ছিলেন। যেমন কবি বলেন,

وَعَصَيَتُ فِيْكِ أَقَارِبِى فَتَقَطَّعَتْ * بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ عُرى الأَسْبَابِ

وَتَرَكتِنِي لاَ بِالــوِصَالِ مُمَتَّعاً * مِنْهُمْ وَلاَ أَسَعْفِتني بِثَوابِ[৩৪]

[তোমার, কারণে আমি আমার পরিজনের অবাধ্য হলাম। ফলে তাদের সাথে আমার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।

তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে। এখন আমি না তাদের (পরিজনদের) সাথে মেশার আনন্দ পাচ্ছি না তুমি আমাকে কোনো প্রতিদান দিয়ে উদ্ধার করছ।]

'উমার তাঁর সমকালের সঙ্গীতপ্রিয়তাকে নিজের প্রতিভার মাধ্যমে প্রকাশ করে দেন। সুর, তাল, শব্দ নির্বাচন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি সঙ্গীতিক রূপ ও রীতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। এ কারণে তাঁর গানের ভাষা ছিল সহজ, সাবলিল ও সুমিষ্ট। তাঁর কবিতার মধ্যে বাহুল্যতা ও আড়ষ্টতার পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না বরং তিনি নিজের কবিতার মধ্যে খোলামেলাভাবে বর্ণনা তুলে ধরেছেন। কবির জীবনে প্রেম বাস্তবে রূপায়িত না হলেও প্রেম-ভালোবাসার চিত্র তাঁর কবিতায় বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।[৩৫] কবি 'উমারের কয়েকজন প্রেমিকা ছিল যার মধ্যে সুরাইয়া অন্যতম। তারপরেই যয়নব। কোনো কোনো চরিত্রাকারের মতে যয়নব ছিল তাঁর প্রকৃত প্রেমিকা। অন্য রমণীদের সম্বন্ধে 'উমার কবিতা রচনা করতেন রঙ্গ করার জন্য।[৩৬] যেমন কবি বলেন,

لا تلوما فِي آل زينب إنَّ ال * قلـــــب رهن بآل زينب عاني

وهي أهل الصَّفاء والودِّ منِّي * وإليهـــــا الهوى فلا تَعْذُلاَني

لم تَدَعْ للنساءِ عندي نصيبا * غير ما قـــــلتُ مازحًا بلساني

إنَّ قلبي بعد الذي نَالَ منها * كالُمعمَّى عن سائرِ النِّسوانِ[৩৭]

[যয়নবের পরিবারের সাথে প্রেম করার জন্য তোমরা আমার নিন্দা করোনা, কারণ আমার হৃদয়কে আমি যয়নবের পরিবারের জন্য বন্ধক রেখেছি।

ঐ রমনীই আমার প্রেম ও আন্তরিকতার যোগ্য। সেজন্য তাঁর সাথে আমার হৃদয় গ্রথিত হয়ে গিয়েছে। কাজেই তোমরা আমার ভর্ৎসনা করো না।

সে অন্য রমনীর জন্য আমার হৃদয়ে কোনো স্থান রাখেনি। কেবল ঐ রমণী ছাড়া যার সাথে আমি কেবল ফুর্তি করে থাকি।

আমার হৃদয় তাঁর নিকট থেকে যা কিছু লাভ করেছে যা বিশ্বের সমস্ত রমনী হতে আমার মনযোগ দূরে ঠেলে দিয়েছে।]

কবি 'উমারের আরেক প্রেমিকার নাম ছিল হিন্দ। সে ছিল কুরায়শ গোত্রের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারী। খোলামেলা এই নারী অবাধে পুরুষদের সাথে উঠাবাসা করত। কোন এক রাতে হিন্দ তীর সখীদের নিয়ে খোশ গল্প করছিল, আর সেখানেই কবি 'উমার ছদ্মবেশে উপস্থিত হন এবং তাদের সাথে মিলে কবিতা আবৃত্তি করেন। এখান থেকেই কবির সাথে হিন্দের মন দেওয়া-নেওয়া হয়। কবি 'উমার আশা পোষণ করতেন যে, তাঁর প্রেমিকা হিন্দ তার কৃত অঙ্গীকার পালন করে কবির সাথে অচিরেই মিলিত হবে। কিন্তু আত্মঅহংকারী প্রেমিকা হিন্দ সহজে ধরা দিতনা। হিন্দ তার সখীদের কাছে স্বীয় দেহরূপ প্রদর্শন করার

পর সখীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে 'আমি কি আমার প্রেমিক 'উমারের বর্ণনানুযায়ী সুন্দরী নাকি সে তাঁর বর্ণনায় অতিরঞ্জন করছে? উত্তরে সখীরা বলত কবি 'উমার আসলে তোমার সৌন্দর্য নিয়ে কৃত্রিম ও অতিরঞ্জন করছে। আর প্রত্যেক প্রেমিক নিজ প্রেমিকাকে সেরা সুন্দরী বলবে এটাই স্বাভাবিক। তাদের এমন মন্তব্যের জবাবে কবি বলেন, আসলে ঈর্ষাপরায়ণ হয়েই তার সখীরা এমন কথা বলেছে। কবি 'উমার তাঁর কবিতায় হিন্দের আবেদনময়ী দেহরূপ, দাঁত, নয়নযুগল, গ্রীবাদেশ কোমল লাবন্যরূপের বর্ণনা দিয়েছে। যেমন কবি বলেন,

غَـادَةٌ تَفْتَرُّ عَنْ أَشْنَبِهَا * حِـــــــيْنَ تَجْلُوْهُ أَقَاحٍ أَوْ بَرَدِ
وَلَهَا عَيْنَانِ فِي طَرْفَيْهِمَا * حَوَرٌ مِنْهَـــــا وَفِي الجِيْدِ غَيَدِ
طَفْـلَةٌ بَارِدَةُ الَقيْظِ إِذَا * مَعْمَعَانُ الصَيْفِ أضحى يَتَّقَدِ[৩৮]

[সে এমন তরুণী যে তার শুভ্রোজ্জ্বল দাঁত দিয়ে মুচকি হাসে; যখন সে একে বিকশিত করে তখন তা (দাঁত) যেন ডেইজি ফুল কিংবা শিলাপাথর।
তার নয়ন যুগলের পার্শ্বদ্বয় (সাদা অংশ) প্রগাঢ় শুভ্র ও (কাল অংশ) প্রগাঢ় কৃষ্ণ। আর সুদীর্ঘ গ্রীবাদেশে রয়েছে নুয়ে পড়া কমনীয়তা।
সে কোমলমসৃন; এবং গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড খরতাপ যখন অগ্নিশিখা বের করে তখন সে (পুরুষের জন্য) সুশীতল।][৩৯]

'উমার ইবন আবী রাবী'আহ অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। ফলে তিনি আরবী কাব্যসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন। গজল সাহিত্যে তাঁর পদচারণা সত্যিই উল্লেখ করার মতো। এ সংক্রান্ত তাঁর সমস্ত কাব্য সম্ভার দীওয়ানু 'উমার ইবন আবী রাবী'আতে স্থান পেয়েছে। সেখানে মোট ৩৩৭০ টি চরণ রয়েছে। তাছাড়া **فخر** ও **وصف** এর উপরও বেশ কিছু চরণ রয়েছে। দীওয়ানটি ১৮৯৩ সালে মিসর থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ সালে বৈরূত থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। এরপর ১৯৯২ সালে 'আব্দ 'আলী মুহান্নার ব্যাখ্যাসহ বৈরূতের দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ থেকে প্রকাশ করা হয়।

উপসংহার

'উমার ইবন আবী রাবী'আহ আরবী কাব্যাঙ্গনে একটি বিচিত্র পথে পরিভ্রমণ করেছেন। তিনি নারীর অশ্লীল বর্ণনা উপস্থাপন করলেও কখনো সে পথে পা বাড়াননি। নারীর বিভিন্ন দিক বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত সাবলীলতার আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে এটি একটি সৃষ্টিশীল শৈলীতে পরিণত হয়েছে। তাঁর চমৎকার উপস্থাপনা আরবী গজল সাহিত্যকে আরো মোহনীয় করেছে। আরবী সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য সাহিত্যপ্রেমীরা তাকে চিরদিন মনে রাখবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ 'উমার ফাররূখ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৫৩৫; ইনআম আল-জুনদী, *আর-রাইদ ফীল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড (লেবানন: দারুর রাইদিল 'আরাবী, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২৫০; বুতরুস আল-বুস্তানী, *উদাবাউল 'আরাব ফীল জাহিলিয়্যাহ ওয়া সাদরিল ইসলাম* (বৈরূত: দারু নাযীর আব্বূদ, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ১৯২; জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড (মিসর: দারুল হিলাল, ১৯৫৭ খ্রি.), পৃ. ২০৫।

২ ড. উমার ফাররূখ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৬।

৩ ড. মোহাম্মাদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবী কবিতা; ইতিহাস ও সংকলন* (চট্টগ্রাম: আহমদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৫৪০; আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, *কিতাবুল আগানী*, ১ম খণ্ড (কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৩৬ খ্রি.), পৃ. ৭০; ইবন কুতায়বা, *আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩৬৭; 'উমার ফাররূখ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৫।

৪ ইবন দুরায়দ, *আল-ইশতিকাক*, সম্পাদনা, আব্দুস সালাম হারূন (বাগদাদ: মাকতাবাতুল মুছান্না, ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ১০১; ড. মোহাম্মাদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবী কবিতা; ইতিহাস ও সংকলন*, পৃ. ৫৪০।

৫ *কিতাবুল আগানী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০; *'উমার ফাররূখ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৬; ড. মোহাম্মাদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবী কবিতা; ইতিহাস ও সংকলন*, পৃ. ৫৪০; আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী* (প্রকাশনালয়ের নাম ও তারিখ বিহীন), পৃ. ১৫৭; 'উমার ফাররূখ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৫।

৬ *আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা*, পৃ. ৩৬৭; 'উমার ফাররূখ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৫।

৭ বুতরুস আল-বুস্তানী, *উদাবাউল 'আরাব ফিল জাহিলিয়্যাহ ওয়া সাদরিল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯২।

৮ হাজরামাউত (حَضْرَمَوْتُ) হলো দক্ষিণ আরবের একটি অঞ্চল। যা পূর্ব ইয়েমেন, পশ্চিম ওমানের কিছু অংশ এবং দক্ষিণ সৌদি আরব নিয়ে গঠিত। নামটি প্রাচীন উৎপত্তি থেকে এসেছে এবং ইয়েমেনের হাজরামাউত গভর্নরের নামে নামটি রাখা হয়েছে। দ্র: W https://bn.m.wikipedia,org>wiki.

[৯] *আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা*, পৃ. ৩৬৭।

[১০] আহমাদ আল-ইস্কান্দারী গং, *আল-মুফাসসাল ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহয়াউল 'উলূম, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৫১; হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরূত: দারুল জীল, তা.বি.), পৃ. ২৫৫; 'উমার ফাররূখ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৯; আহমাদ আল-হাশেমী, *জাওয়াহিরুল আদাব* (মিসর: আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাতুল কুবরা, ১৯৩৮ খ্রি.), পৃ. ১৪৬।

[১১] কার্ল ব্রোকেলম্যান, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৯ খ্রি.), পৃ. ১৮৭; ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৪৩৯।

[১২] 'উমার ইবন আবি রাবী'আহ, *আদ-দীওয়ান* (বৈরূত: দারুল কালাম, তা.বি.), পৃ. ২৭।

[১৩] আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, পৃ. ১৫৭; ড. মোহাম্মাদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবী কবিতা; ইতিহাস ও সংকলন*, পৃ. ৫৪০।

[১৪] ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ২য় খণ্ড (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১১১৯ হি.), পৃ. ৩৪৯।

[১৫] আব্দ আলী আ. মুহান্না, *শারহু দীওয়ানী 'উমার ইবন আবী রাবী'আহ* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ১১; 'উমার ফাররূখ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৬; *হান্না আল-ফাখূরী*, পৃ. ২৫৫।

[১৬] *কিতাবুল আগানী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩০।

[১৭] শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৯; *শারহু দীওয়ানী 'উমার ইবন আবী রাবী'আহ*, পৃ. ১১; ড. মোহাম্মাদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবী কবিতা; ইতিহাস ও সংকলন*, পৃ. ৫৪১; আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ২১১।

[১৮] 'উমার ইবন আবী রাবী'আহ, *আদ-দীওয়ান*, পৃ. ৩২।

[১৯] *তদেব*, পৃ. ৩২-৩৩।

[২০] আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, পৃ. ১৫৮।

[২১] 'উমার ইবন আবি রাবী'আহ, *আদ-দীওয়ান*, পৃ. ৯০।

[২২] *উদাবাউল 'আরাব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৯-৩০০; জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৫।

[২৩] 'উমার ইবন আবি রাবী'আহ, *আদ-দীওয়ান*, পৃ. ১৩৬।

[২৪] *উদাবাউল 'আরাব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০; ইবন কুতায়বা, *আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৪; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭১।

[২৫] আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, পৃ. ১৫৭।

[২৬] *আ.ত.ম মুছলেহউদ্দীন*, পৃ. ২১২; ড. মোহাম্মাদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবী কবিতা; ইতিহাস ও সংকলন*, পৃ. ৫৪৩।

[২৭] 'উমার ইবন আবী রাবী'আহ, *শারহু দীওয়ানু 'উমার ইবন আবী রাবী'আহ*, 'আবদ আ. 'আলী মুহান্না সম্পা. ভূমিকা, পৃ. ১৬-১৭।

[২৮] 'উমার ইবন আবি রাবী'আহ, *আদ-দীওয়ান*, পৃ. ৬।

[২৯] *তদেব*, পৃ. ১০৯।

[৩০] *তদেব*, পৃ. ৭।

[৩১] *তদেব*, পৃ. ৬।

[৩২] *তদেব*, পৃ. ২০৮।

[৩৩] *তদেব*, পৃ. ২০৮।

[৩৪] *তদেব*, পৃ. ২০৮।

[৩৫] ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, অনুবাদ, ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯২।

[৩৬] আবুল ফারাজ আল-ইসপাহানী, *কিতাবুল আগানী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫।

[৩৭] 'উবাদা আলী মাহারা, *শারহু দীওয়ানি 'উমার ইবন আবী রাবী'আহ*, পৃ. ৪৫।

[৩৮] 'উমার ইবন আবি রাবী'আহ, *আদ-দীওয়ান* (বৈরূত: দারুল কালাম, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ২৮১।

[৩৯] ড. মোহাম্মাদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবি কবিতা; ইতিহাস ও সংকলন*, পৃ. ৫৪৮।